Vol. 50 | No. 2-3 | 2013

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

সন্ধি স্বরূপ : প্রসঙ্গ বাংলা ভাষা

Volume	50
Issue	2-3
Year	2013
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	সাইফিন রুবাইয়াত
Published online	June 1, 2013
DOI	10.62328/sp.v50i2-3.11
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v50i2-3.11
Pages	১৮৭-১৯৬
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

সন্ধি স্বরূপ : প্রসঙ্গ বাংলা ভাষা

সাইফিন রুবাইয়াত*

Check for updates

ভূমিকা

বাংলা ভাষার স্কুলপাঠ্য ব্যাকরণের আবশ্যিক বিষয় সন্ধি; এবং এই সন্ধির আলোচনা কখনো ধ্বনিতত্ত্ব, আবার কখনো শব্দ প্রকরণ অংশে উপস্থাপিত হয়ে থাকে। বাংলা ভাষার আদি ব্যাকরণ নাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড প্রণীত *A Grammar of the Bengal Language*-এ সন্ধির প্রসঙ্গ না থাকলেও তাঁর পরবর্তী সকল ব্যাকরণ গ্রন্থেই সন্ধির প্রসঙ্গ এসেছে। বাংলা ভাষার ব্যাকরণ পর্যালোচনায় সন্ধির প্রথম বিশদ বর্ণনা দেখতে পাই উইলিয়াম কেরি রচিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ গ্রন্থে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে রচিত তাঁর *A Grammar of the Bengalee Language* এবং *ভাষাকথাক্রম* উভয় গ্রন্থেই সন্ধি গুরুত্বের সঙ্গে আলোচিত হয়েছে। ইংরেজি ভাষায় রচিত কেরির ব্যাকরণের প্রথম সংস্করণের 'Letters' অধ্যায়ে তিনি সন্ধির আলোচনা করেছেন (কেরি, ১৮০১ : ১৯)। লক্ষণীয়, কেরি তাঁর ব্যাকরণের তৃতীয় সংস্করণে সন্ধি বিষয়ে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় প্রণয়ন করেছেন। কারণ দ্বিতীয় সংস্করণের সময় থেকেই তিনি ক্রমশ সংস্কৃত ভাষার বিধি এবং রীতির পক্ষপাতী হয়ে পড়েছিলেন (দাশ, ২০০০ : ১০১)। বাংলা ভাষার ব্যাকরণে সন্ধির প্রাসঙ্গিকতা মূল্যায়নের প্রথম প্রয়াস দেখা যায় জি. সি. হটনের রচনায়। তাঁর মতে সন্ধির মতো 'unnecessary difficulties' বাংলা ভাষার প্রথম শিক্ষার্থীর জন্য অতটা প্রাসঙ্গিক নয় আর সে কারণেই তাঁর ব্যাকরণ গ্রন্থে সন্ধি সবশেষে উত্থাপিত হয়েছে (দাশ, ২০০০ : ১৩১)। সন্ধি প্রসঙ্গে রাজা রামমোহন রায়ের মূল্যায়ন বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তাঁর কালে এবং তাঁর পরবর্তী প্রায় দুইশত বছরের প্রচলন অনুযায়ী ব্যাকরণের আবশ্যিক বিষয় সন্ধি। তিনিই প্রথম ঘোষণা করলেন, সন্ধি 'সংস্কৃত ব্যাকরণের বিষয়-বস্তু এবং বাংলার 'প্রকৃতিবিরুদ্ধ' (দাশ, ২০০০ : ১৩৭)। তাঁর মতে, বাংলা ভাষায় যেসকল সন্ধিবদ্ধ শব্দ আছে সেগুলি সন্ধিবদ্ধ অবস্থাতেই সংস্কৃত থেকে গৃহীত। সে কারণেই রাজা রামমোহন রায় সন্ধি সম্পর্কে আগ্রহী পাঠককে সংস্কৃত ব্যাকরণ পাঠ করবার পরামর্শ দিয়েছেন। কিন্তু রাজা রামমোহন রায়ের এ ঘোষণার দুই শতাব্দী পরেও ব্যাকরণিক ক্যাটেগরি হিসেবে বাংলা ব্যাকরণে সন্ধির অবস্থান মূল্যায়ন অপ্রাসঙ্গিক নয়। কারণ এ দুই শতাব্দী ধরে সন্ধি স্কুলপাঠ্য প্রথাগত ব্যাকরণের আবশ্যিক হিসেবে উপস্থাপিত হয়ে এসেছে; কিন্তু সন্ধি বিষয়ে প্রথাগত ব্যাকরণের দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে অপরিবর্তিত। এর কারণ হিসেবে দুটি বিষয় উল্লেখ করা যায়; প্রথমত, সন্ধি মূলত সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণিক প্রকরণ। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে, বাংলা ব্যাকরণের আদি পুরুষেরা বাংলা ভাষার ব্যাকরণ রচনা করতে গিয়ে লাতিন, ইংরেজি কিংবা সংস্কৃত ব্যাকরণের প্রকরণ বা ক্যাটেগরি আবিষ্কারের চেষ্টা করেছেন (আজাদ, ১৯৯৪ : ৪০৭), এবং সে সকল প্রকরণ প্রয়োগ করেছেন বাংলা ভাষার সংগঠন

* প্রভাষক, সামাজিক বিজ্ঞান, মানবিক ও ভাষা স্কুল, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর।

পর্যালোচনায়। দ্বিতীয়ত, ভাষায় সন্ধির ভূমিকা ধ্বনিতাত্ত্বিক নাকি রূপতাত্ত্বিক — প্রথাগত ব্যাকরণে এ নিয়ে রয়েছে দ্বিধা। সুতরাং বাংলা ভাষাতত্ত্বে সন্ধির অবস্থান বিষয়ক প্রশ্নের সমাধানের জন্য সন্ধি ভাষায় কী ভূমিকা পালন করে তা জানা প্রয়োজন।

পটভূমি ও প্রস্তাবনা

প্রথাগত বাংলা ব্যাকরণ গ্রন্থ পাঠে দেখা যায়, সন্ধির আলোচনায় প্রথমেই সন্ধির সংজ্ঞার্থ, সন্ধির ভূমিকা ও প্রয়োজনীয়তা, সন্ধির প্রকারভেদ এবং শেষে সন্ধির সূত্র ও উদাহরণ-উপাত্ত উল্লিখিত হয়ে থাকে। প্রথাগত ব্যাকরণ অনুসারে ভাষাতাত্ত্বিক প্রক্রিয়া হিসেবে সন্ধির উদ্দেশ্য দুটি, যথা : এক. সন্ধির উদ্দেশ্য স্বাভাবিক উচ্চারণে সহজপ্রবণতা; এবং দুই. ধ্বনিগত মাধুর্য সম্পাদন (চৌধুরী ও চৌধুরী, ২০০৭ : ২৯)। সুতরাং সন্ধির এ দুটি উদ্দেশ্যের বিচারে সন্ধি একটি ধ্বনিতাত্ত্বিক প্রক্রিয়া। এছাড়া সন্ধি আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তা হলো, শব্দের বানান নির্দেশ।

বাংলা ভাষার প্রচলিত ব্যাকরণ গ্রন্থগুলিতে বাংলা ভাষায় সংস্কৃত সন্ধির সূত্রাবলি প্রয়োগ করা হয়েছে। সন্ধি প্রকরণ অংশে যে স্বরসন্ধি, ব্যঞ্জনসন্ধি ও বিসর্গসন্ধির সূত্র ও উদাহরণ লিপিবদ্ধ হয়ে থাকে সেগুলি বস্তুত সংস্কৃত সন্ধির সূত্র। লক্ষণীয়, বাংলা ভাষার আদি ব্যাকরণ গ্রন্থগুলিতে সন্ধি বর্ণনায় সংস্কৃত সন্ধি-সূত্রের পাশাপাশি সংস্কৃত সন্ধির পরিভাষাসমূহও অপরিবর্তনীয় রূপেই ব্যবহৃত হয়েছে। উইলিয়াম কেরি তাঁর ব্যাকরণে সন্ধি বর্ণনায় প্রথমেই 'গুণ' এবং 'বৃদ্ধি' প্রক্রিয়ার উল্লেখপূর্বক ক্রমান্বয়ে স্বরসন্ধি, ব্যঞ্জনসন্ধি ও বিসর্গসন্ধির বর্ণনা দিয়েছেন (কেরি, ১৮০১ : ২০)। তাঁর উত্তরসূরি জি. সি. হটনের বিবেচনায় বাংলা ভাষার প্রাথমিক শিক্ষার্থীর জন্য সন্ধি অপ্রয়োজনীয় হলেও তাঁর ব্যাকরণে সন্ধি বিশ্লেষিত হয়েছে প্রচলিত পদ্ধতিতেই। সন্ধি বর্ণনায় তিনি স্বরসন্ধি ও ব্যঞ্জনসন্ধির উল্লেখ করেছেন এবং এক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয় হলো, তিনি বিসর্গসন্ধির আলোচনা বাদ দিয়েছেন (দাশ, ২০০০ : ১৩১)। হটনের সন্ধি বর্ণনার ব্যতিক্রমী দিকটি হলো তিনি স্বরসন্ধির আলোচনায় দুই সমস্বরের সন্ধি এবং অসমস্বরের সন্ধি বিশ্লেষণ করেছেন। বাংলা ব্যাকরণ চর্চার ধারায় রাজা রামমোহন রায়ের *Bengalee Grammar in the English Language* (১৮২৬) ঊনবিংশ শতাব্দীর অভূতপূর্ব অর্জন। কারণ, এটিই প্রথম কোনো বাঙালি ভাষাতত্ত্বজ্ঞের রচিত প্রথম বাংলা ব্যাকরণ। বাংলা ব্যাকরণে সন্ধির প্রাসঙ্গিকতা পর্যালোচনার ক্ষেত্রেও *Bengalee Grammar in the English Language* একটি মাইল ফলক। ভাষাতত্ত্ববিদ হিসেবে রাজা রামমোহন রায় প্রথমত বাঙালি আর সে কারণেই হয়ত তিনি বাংলা ভাষার ভাষিক প্রক্রিয়ায় সন্ধির 'অকার্যকারিতা' কিংবা 'অপ্রাসঙ্গিকতা' অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। তাই উচ্চারণ প্রকরণ অংশে সন্ধি-প্রসঙ্গ আলোচনা করলেও কার্যত তিনি প্রথাগত সন্ধি প্রকরণ আলোচনা বাদ দিয়েছেন। উল্লেখ্য, রাজা রামমোহন রায় তাঁর ইংরেজি ভাষায় লিখিত বাংলা ব্যাকরণে সন্ধি প্রসঙ্গ বাদ দিলেও বাংলা ভাষায় রচিত তাঁর *গৌড়ীয় ব্যাকরণ* গ্রন্থে সন্ধি গুরুত্বের সঙ্গে আলোচিত হয়েছে। লক্ষণীয়, *গৌড়ীয় ব্যাকরণ* বাংলা ভাষায় রচিত বাংলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ গ্রন্থ। বাংলা যাদের মাতৃভাষা নয়

তাদের জন্য সন্ধি প্রকরণ গুরুত্বপূর্ণ নয় ভেবেছিলেন বলে ইংরেজিতে প্রণীত ব্যাকরণ গ্রন্থে সন্ধি সম্পর্কিত আলোচনার উল্লেখ করেননি। পক্ষান্তরে *গৌড়ীয় ব্যাকরণ* পণ্ডিত-প্রভাবিত পাঠশালায় পাঠ্য বলে এতে সন্ধি প্রকরণ গুরুত্বের সঙ্গে আলোচিত হয়েছে। রামমোহন রায়ের পর আরো অনেক ব্যাকরণবিদই বাংলা ভাষার ব্যাকরণ পর্যালোচনায় সন্ধিকে 'অপ্রাসঙ্গিক' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন (দাশ, ২০০০ : ১৮২)। কিন্তু বাস্তবতা হলো বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে সন্ধির 'অপ্রাসঙ্গিকতা' অনুধাবনের পরও তাঁদের ব্যাকরণ গ্রন্থে সন্ধি প্রকরণ অংশ ঠাঁই পেয়েছে। এক্ষেত্রে তাঁদের যুক্তি হলো, বাংলা ভাষায় সন্ধি হয় না; বাংলা ভাষায় বিরাজমান সংস্কৃত শব্দের ক্ষেত্রেই কেবল সন্ধি প্রযোজ্য। কিন্তু একটি বিষয় আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, বাংলা ভাষায় আত্মীকৃত সংস্কৃত শব্দসমূহ অবিকৃত সংস্কৃত শব্দরূপে ব্যবহৃত হয় না। এ শব্দগুলি তৎসম, অর্ধতৎসম বা তদ্ভব রূপে বাংলায় আত্মীকৃত। আর সে কারণেই ভাষাবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে সন্ধিকে মূল্যায়নের প্রয়োজন রয়েছে। এ প্রসঙ্গে মুহম্মদ এনামুল হক-এর একটি বক্তব্য স্মর্তব্য :

> সন্ধি শব্দের অর্থ 'সংযোগ' বা 'মিলন'। ব্যাকরণে সন্ধি একটা সাধারণ ব্যাপার । প্রায় সকল ভাষাতেই সন্ধি দেখিতে পাওয়া যায় ; তবে ভাষাভেদে সন্ধির প্রকৃতিও বিভিন্ন হইয়া থাকে। খাঁটি বাংলাতেও সন্ধি আছে। যাঁহারা এ কথা অস্বীকার করেন বা সন্ধি বাংলার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ বলিয়া মত প্রকাশ করেন, তাঁহাদের নিকট বাংলা ভাষার মূল প্রকৃতি ধরা দেয় নাই বলিয়া বুঝিতে হইবে। (হক, ২০০৩ : ১৪)

এছাড়াও আমাদের নিত্য দিনের ভাষার ব্যবহারে আমরা অসচেতনভাবে প্রতিনিয়তই শব্দ-সন্ধি প্রয়োগ করে থাকি, কিন্তু সেসকল সন্ধি ভাষার প্রমিত-লিখিত রূপে যেমন অনুসৃত হয় না তেমনি সেই সকল সন্ধি প্রক্রিয়া বাংলার ব্যাকরণিক আলোচনাতেও ঠাঁই পায় না। যেমন : কাঁপ + বে = কাঁব্‌বে, সাত + দিন = সাদ্‌দিন, পাঁচ + জন = পাঁজ্‌জন — এ জাতীয় ধ্বনি-সংযোগহেতু ধ্বনি পরিবর্তন ভাষার কথ্য রূপে ঘটে থাকলেও লেখার ক্ষেত্রে অনুসরণ করা হয় না, বরং সে ক্ষেত্রে ভাষার মূল বানান রীতি অনুসরণ করা হয়। এ প্রসঙ্গে আরো বলা যায়, চলতি ব্যাকরণ গ্রন্থসমূহে সন্ধি প্রকরণ হিসেবে প্রথাগতভাবে স্বরসন্ধি, ব্যঞ্জনসন্ধি ও বিসর্গসন্ধি নামে উল্লেখিত হয়। কিন্তু এগুলির পাশাপাশি অন্তঃসন্ধি (internal sandhi) এবং বহিঃসন্ধি (external sandhi) সংযোজিত হলে উপরিউক্ত ধ্বনি পরিবর্তন প্রক্রিয়া বহিঃসন্ধি পর্যায়ে আলোচিত হতে পারে (দাস, ১৯৯৪ : ১)। সুতরাং সন্ধির প্রকরণে অন্তঃসন্ধি ও বহিঃসন্ধির সংযোজন সন্ধি প্রক্রিয়াকে সুস্পষ্টভাবে অনুধাবন ও ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করবে।

বর্তমান প্রবন্ধ ভাষাতাত্ত্বিক প্রক্রিয়া হিসেবে বাংলা ভাষায় সন্ধির কার্যকারিতা বা ভূমিকা নিরূপণের একটি প্রয়াস। বাংলা ব্যাকরণ বা বাংলা ভাষাতত্ত্ব — যেভাবেই বলা হোক না কেন, সন্ধির ভূমিকা বিচারের ক্ষেত্রে উচ্চারণে সহজপ্রবণতা এবং এবং ধ্বনিগত মাধুর্য সম্পাদনকে নির্দেশ করা হয়। ভাষায় সন্ধির এ দুটি ভূমিকা বিচারে সন্ধিকে প্রাথমিকভাবে একটি ধ্বনিতাত্ত্বিক প্রক্রিয়া হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। বাংলা ভাষার ব্যাকরণে সন্ধি বিষয়ক প্রথাগত আলোচনা মূলত 'বর্ণ' ও 'ধ্বনি'কেন্দ্রিক। কিন্তু আধুনিক ভাষাবিজ্ঞান চর্চার ধারায়

বাংলা ভাষার সন্ধি বিষয়ে ভিন্নতর দৃষ্টিভঙ্গির সাক্ষাৎ মেলে। আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ রূপমূল গঠনে সন্ধির ভূমিকাকে 'গুরুত্বপূর্ণ' হিসেবে মূল্যায়ন করেছেন। একইসঙ্গে তিনি সন্ধিকে রূপধ্বনি প্রকরণের একটি সূত্র হিসেবে অভিহিত করেছেন (মোরশেদ, ১৯৮৫, ৪৭৫)। হুমায়ুন আজাদ প্রথাগত ব্যাকরণে সন্ধি অংশে উপস্থাপিত সংস্কৃত শব্দের তালিকা 'বর্ণনা' ও 'অনুশাসন' উভয় ক্ষেত্রেই ব্যর্থ বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি আরো বলেন, "বাংলা ভাষা সন্ধি নিয়ন্ত্রিত ভাষা নয়, তাই সন্ধি অংশে পাওয়া যায় সংস্কৃত শব্দের ব্যাপক ও ক্লান্তিকর তালিকা" (আজাদ, ১৯৯৪ : ৪০৮)। সন্ধি বাংলা ভাষায় কেবল ধ্বনিতাত্ত্বিক ভূমিকা পালন করে না, রূপতাত্ত্বিক ভূমিকাও পালন করে থাকে; এবং একইসঙ্গে সন্ধি রূপধ্বনিতাত্ত্বিক কিংবা সঞ্জননী ধ্বনিতত্ত্বের নিরিখে বিশ্লেষণের দাবি রাখে। বর্তমান প্রবন্ধটিতে প্রাথমিক উপাত্তের উৎস হিসেবে মুনীর চৌধুরী ও মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী কর্তৃক প্রণীত *বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ* গ্রন্থের সাহায্য নেয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, প্রবন্ধে সন্ধি বর্ণনায় কেবল ধ্বনিবৈচিত্র্যই বিবেচিত হয়েছে, বর্ণ নয়।

ধ্বনিতাত্ত্বিক প্রক্রিয়া হিসেবে সন্ধি

প্রচলিত ব্যাকরণ গ্রন্থে সন্ধির সংজ্ঞায় বলা হয়ে থাকে 'পরস্পর সন্নিহিত দুটি বর্ণের মিলনকে সন্ধি বলে' (গুহ ও আনিসুজ্জামান, ২০০২ : ১২০)। কিন্তু বাস্তবতা হলো, সন্ধি প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হয় দুটি ধ্বনির মধ্যে, বর্ণের মধ্যে নয়। 'সন্নিহিত দুটো ধ্বনির মিলনের নাম সন্ধি', (চৌধুরী ও চৌধুরী, ২০০৭ : ২৯)। সুতরাং সন্ধি হলো ধ্বনি সংযোগ। অর্থাৎ সন্ধির প্রথম শর্ত সন্ধি-সম্ভাব্য ধ্বনিগুলির নিকট সান্নিধ্য। স্বাভাবিকভাবে পাশাপাশি উচ্চারণের সময় দুটি ধ্বনির মধ্যে কমপক্ষে অর্ধমাত্রার ব্যবধান থাকে। দ্রুত উচ্চারণ বা অন্য কোনো কারণে এই ব্যবধান কমে এলে ধ্বনিদুটি পরস্পর চাপে পড়ে, প্রভাবিত হয়ে রূপান্তর লাভ করতে পারে। পাশাপাশি দুটি ধ্বনির মধ্যে স্বাভাবিক ব্যবধান কম হলে পাণিনির ব্যাকরণে তাকে বলা হয়েছে পরঃসন্নিকর্ষ। অন্যদিকে, বিলম্বিত উচ্চারণে ধ্বনিদুটির স্বাভাবিক ব্যবধান অক্ষুণ্ন থাকে বলে সন্ধি হয় না (দাস, ১৯৯৪ : ১)।

বস্তুত সন্ধি এমন একটি ভাষিক প্রক্রিয়া যার ফলে সন্ধি-নিষ্পন্ন শব্দের ধ্বনিতাত্ত্বিক কাঠামো প্রভাবিত হয়। এ প্রসঙ্গে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়-এর মতে, "দুটি ধ্বনি একই পদে বা দুটি বিভিন্ন পদে পাশাপাশি অবস্থান করলে দ্রুত উচ্চারণের সময় তাদের মধ্যে আংশিক বা পূর্ণভাবে মিলন হয় কিংবা একটি লোপ হয় অথবা একটির প্রভাবে আরেকটি পরিবর্তিত হয়। এরূপ মিলন বা লোপ বা পরিবর্তনকে সন্ধি বলে" (গুহ ও আনিসুজ্জামান, ২০০২ : ১২০)। মুহম্মদ এনামুল হক সন্ধি সম্পর্কে বলেন, "একাধিক ধ্বনি এক বা একাধিক পদে পাশাপাশি অবস্থিত হইলে পর দ্রুত মিলন সাধিত হয়; নতুবা খ. তাহাদের একটির লোপ হয়; কিংবা তাহাদের একটি অপরটির প্রভাবে পরিবর্তিত হয়। একাধিক ধ্বনির এইরূপ মিলন, লোপ বা পরিবর্তনের নাম সন্ধি (Assimilation)" (হক, ২০০৩ : ১৩)। নিচে উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হলো :

বাক্ + ঈশ্বরী	= বাগীশ্বরী	>	বাগেশ্বরী
বি + শ্রী (সংস্কৃত)	= বিশ্রী	>	বি + ছিরি (প্রাকৃত) = বিচ্ছিরি

প্রথম উদাহরণে 'বাক্' এবং 'ঈশ্বরী' শব্দ দুটির একত্র উচ্চারণে গঠিত হয়েছে 'বাগীশ্বরী' এবং উচ্চারণে সহজপ্রবণতা আনার প্রয়োজনে শব্দটি 'বাগেশ্বরী'তে রূপান্তরিত হয়েছে। এ শব্দটিতে দ্বিতীয়াংশের আদি স্বর অর্থাৎ 'ঈ' অর্থাৎ /i/ -এর প্রভাবে প্রথম অংশের শেষ অঘোষ ব্যঞ্জন /ক/ বা /k/ ঘোষ ব্যঞ্জন /গ/ বা /g/-তে রূপান্তরিত হয়েছে। দ্বিতীয় উদাহরণে 'বি' এবং 'ছিরি'-র মিলনে নবগঠিত রূপমূল 'বিচ্ছিরি'-তে আরেকটি ব্যঞ্জন /চ/-এর আগমন ঘটেছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে সন্ধির ফলে ধ্বনির কেবল রূপান্তরই ঘটে না, ধ্বনির আগমও ঘটে থাকে। উল্লিখিত পর্যালোচনা থেকে সন্ধির যে বৈশিষ্ট্যগুলি নিরূপণ করা যায় তা নিম্নরূপ :

ক. সন্নিহিত দুটি ধ্বনি মিলে একটি ধ্বনি হয় :

পূর্ণ + ইন্দু = পূর্ণেন্দু : ও + ই > এ
শুভ + ইচ্ছা = শুভেচ্ছা : ও + ই > এ
মহা + ঈশ = মহেশ : আ + ঈ > এ
রমা + ইশ = রমেশ : আ + ই > এ

উপরে লিখিত স্বরসন্ধির উদাহরণগুলি পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, স্বরসন্ধির ক্ষেত্রে পশ্চাৎ এবং মধ্য স্বরধ্বনিসমূহের সম্মুখ স্বরধ্বনিতে রূপান্তরের প্রবণতা রয়েছে। উপরের উদাহরণে সম্মুখ স্বর /ই/ বা 'ঈ'-এর সংস্পর্শে এসে পশ্চাৎ স্বরধ্বনি /ও/ এবং মধ্য স্বরধ্বনি /আ/ সম্মুখ স্বরধ্বনি /এ/-তে রূপান্তরিত হয়েছে। এক্ষেত্রে আরেকটি বিষয় লক্ষণীয়, উত্তরপদের সংবৃত স্বর (closed vowel) /ই/-এর প্রভাবে পূর্ব পদের গোলাকৃত স্বরধ্বনি (round vowel) /ও/ এবং বিবৃত স্বরধ্বনি (open vowel) /আ/ অর্ধসংবৃত স্বরধ্বনি /এ/-তে পরিণত হয়েছে অর্থাৎ /ও, আ/-এর সংবৃতি ঘটেছে।

খ. সন্নিহিত ধ্বনি দুটির একটির প্রভাবে অপরটির রূপান্তর ঘটে;

১. ঘোষ - অঘোষ সংশ্লেষ তৎসম ব্যঞ্জন সন্ধির নিয়ম অনুযায়ী পূর্ব পদের শেষে যদি অঘোষ অল্পপ্রাণ অর্থাৎ বর্গীয় প্রথম ধ্বনি /ক্, চ্, ট্, ত্, প্/ থাকে এবং উত্তর পদের শুরুতে স্বরধ্বনি থাকে তাহলে তার প্রভাবে পূর্বপদের বর্গীয় প্রথম ধ্বনিগুলি স্ব স্ব বর্গের তৃতীয় ধ্বনি অর্থাৎ ঘোষ অল্পপ্রাণ /গ্, জ্, ড্, দ্, ব্/ -তে রূপান্তরিত হয় । যেমন :

দিক্ + অন্ত = দিগন্ত : [ক্ + অ > গ্]
সৎ + আনন্দ = সদানন্দ : [ত্ + আ] > দা] (দ্ + আ)

একইভাবে যেকোনো বর্গের অঘোষ অল্পপ্রাণ ব্যঞ্জনের সঙ্গে যেকোনো বর্গের ঘোষ অল্পপ্রাণ বা ঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনি কিংবা ঘোষ অল্পপ্রাণ তালব্য ধ্বনি, (য্ > জ্), ঘোষ অল্পপ্রাণ ওষ্ঠ্য ধ্বনি /ব্/, ঘোষ কম্পনজাত দন্ত্যমূলীয় ধ্বনি /র্/ ধ্বনির সংযোগে পূর্ব পদের অঘোষ অল্পপ্রাণ ঘোষ অল্পপ্রাণ ধ্বনিরূপে উচ্চারিত হয়। যেমন :

বাক্ + দান = বাগদান : [ক্ + দ্] = [গ্ + দ্]
উৎ + ঘাটন = উদ্‌ঘাটন : [ত্ + ঘ্] = [দ্ + ঘ্]
তৎ + রূপ = তদ্রূপ : [ত্ + র্] = [দ্ + র্]

২. /দ্/ ও /ধ্/-এর পরে অঘোষ অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ /ক্, চ্, ট্, ত্, প্, খ্, ছ্, ঠ্, থ্, ফ্/ এবং /স্/ থাকলে /দ্/ ও /ধ্/ স্থলে অঘোষ অল্পপ্রাণ ধ্বনি হয়। যেমন :

তদ্ + কাল	= তৎকাল	:	[দ্ > ত্]
তদ্ + পর	= তৎপর	:	[দ্ > ত্]
ক্ষুধ্ + পিপাসা	= ক্ষুৎপিপাসা	:	[ধ্ > ত্]
বিপদ্ + সংকুল	= বিপৎসংকুল		[দ্ > ত্]

৩. মহাপ্রাণতার উদ্ভব : /ত্/ ও /দ্/-এর পরে /হ্/ থাকলে /ত্/ ও /দ্/ স্থলে /দ্/ এবং /হ্/ স্থলে /ধ্/ হয়। যেমন :

উৎ + হার	= উদ্ধার	:	[ত্ +হ্] = [দ্ + ধ্] > দ্ধ
পদ্ + হতি	= পদ্ধতি	:	[দ্ + হ্] = [দ্ + ধ্] > দ্ধ

৪. নাসিক্য প্রভাব : উত্তরপদের শুরুতে নাসিক্য ব্যঞ্জন /ঙ্, ন্, ম্/ কিংবা 'ঞ' বর্ণ থাকলে পূর্বপদের অঘোষ অল্পপ্রাণ স্পর্শ ধ্বনি সেই বর্গের ঘোষ স্পর্শ কিংবা নাসিক্য ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়। যেমন :

মৃৎ + ময়	= মৃন্ময়	:	[ত্ + ম > ন্ + ম]
বাক্ + ময়	= বাঙ্ময়	:	[ক্ + ম্ > ঙ্ + ম্]

পূর্বপদের /ম্/ ধ্বনির পরে উত্তরপদে যেকোনো বর্গীয় ধ্বনি থাকলে ধ্বনিটি তার বর্গের নাসিক্য ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়। যেমন :

সম্ + দর্শন	= সন্দর্শন	:	[ম্ > ন্]
শম্ + কা	= শঙ্কা	:	[ম্ > ঙ্]
সম্ + চয়	= সঞ্চয়	:	[ম্ > ন্]

পূর্বপদের /ম্/ ধ্বনির সঙ্গে উত্তরপদের /য্, র্, ল্, ব্, শ্, স্, হ্/ ধ্বনিসমূহের সংযোগ ঘটলে /ম্/ স্থলে অনুস্বার (ং) অর্থাৎ /ঙ্/ হয়। যেমন :

সম্ + যম	= সংযম	:	[ম্ > ং]
সম্ + লাপ	= সংলাপ	:	[ম্ > ং]
সম্ + হার	= সংহার		[ম্ > ং]
সম্ + বাদ	= সংবাদ		[ম্ > ং]

গ. কোনো একটি ধ্বনির লোপ হয় :

স্বরসন্ধির ক্ষেত্রে দুটি সন্নিহিত স্বরের একটি লোপ পায়। যেমন :

মিথ্যা + উক	= মিথ্যুক	:	[আ + উ = [উ] (/আ/ লোপ)
কুড়ি + এক	= কুড়িক	:	[ই + এ] = [ই] (/এ/ লোপ)

ঘ. ধ্বনির দ্বিত্ব উচ্চারণ :

স্বরধনির পরে যদি /ছ্/ থাকে তাহলে /ছ্/ স্থলে /ছ্/-এর দ্বিত্ব অর্থাৎ 'চ্ছ' উচ্চারিত হয়। যেমন :

কথা + ছলে = কথাচ্ছলে [আ + ছ্]= চ্ছ্

পূর্বপদে ব্যঞ্জন ধ্বনির সঙ্গে /ই/ ধ্বনি থাকলে এবং এর পরে উত্তরপদের শুরুতে /ই/ ভিন্ন অন্য স্বরধ্বনি থাকলে ওই ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব উচ্চারণ হয়। লক্ষণীয়, এক্ষেত্রে উত্তরপদের স্বরধ্বনিটির প্রভাব বজায় থাকে। যেমন :

প্রতি + এক = প্রত্যেক [ত্ + ই + এ] = [ত্ + ত্ +এ]
ইতি + আদি = ইত্যাদি [ত্ + ই + আ] = [ত্ + ত্ + আ]

একইভাবে পূর্বপদে /উ/ স্বর-যুক্ত /ন/ ধ্বনি থাকলে এবং এর পরে উত্তরপদের শুরুতে /উ/ ভিন্ন অন্য স্বরধ্বনি থাকলে /ন্/ ধ্বনির দ্বিত্ব উচ্চারণ হয়। এক্ষেত্রেও উত্তরপদের স্বরধ্বনিটির প্রভাব বজায় থাকে। যেমন :

অনু + এষণ = অন্বেষণ [ন্ + এ] = [ন্ + ন্ + এ]
তনু + ঈ = তন্বী [ন্ + ই] = [ন্ + ন্ + ই]

উল্লেখ্য, বাংলা ভাষায় প্রচলিত তৎসম, অর্ধতৎসম এবং তদ্ভব শব্দ ছাড়াও সন্ধি সম্ভাব্য অন্যান্য শব্দের ক্ষেত্রে সন্ধি ঘটলেও, অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভাষার লিখিত রূপে তা উপস্থাপিত হয় না; কেবল কথ্যরূপেই মান্য হয়ে থাকে। যেমন : আজ + কে = আজগে (আজকে); আর + না = আন্না (আরনা); নাত + জামাই = নাজ্জামাই (নাতজামাই)। ভাষার উচ্চারণের ক্ষেত্রে এ ধরনের সন্ধি অহরহ ঘটলেও লেখার ক্ষেত্রে অর্থাৎ বানানে এ সন্ধিগুলির কোনো ভূমিকা নেই। এ ধরনের পরিবর্তনগুলি 'অসচেতন, স্বয়ংক্রিয় ও অস্থায়ী' বলে শব্দগুলির ধ্বনিমূলগত সংগঠন অপরিবর্তিত থাকে। এ কারণেই 'পাঠ্য বাংলা ব্যাকরণে এগুলির বিশেষ মর্যাদার স্থান নেই' (সরকার, ২০১১ : ১২৮)।

রূপতাত্ত্বিক প্রক্রিয়া হিসেবে সন্ধি

সন্ধির প্রাথমিক উদ্দেশ্য হিসেবে উচ্চারণে সহজপ্রবণতা এবং ধ্বনিগত মাধুর্য সম্পাদনকে নির্দেশ করা হয়, এবং এ দৃষ্টিকোণ থেকেই বাংলা ব্যাকরণ রচয়িতারা ভাষায় সন্ধির প্রয়োজনীয়তা এবং ভূমিকা নিরূপণ করে থাকেন। প্রথাগত ব্যাকরণে সন্ধি বর্ণনায় রূপমূলের সঙ্গে রূপমূলের সংযোগে নতুন রূপমূল গঠনের প্রাসঙ্গিকতাকে এড়িয়ে যাওয়া হয়। প্রায়শই মুক্ত রূপমূলের সঙ্গে বদ্ধ রূপমূল কিংবা একাধিক মুক্ত রূপমূল মিলে নতুন রূপমূল নির্মাণের প্রক্রিয়াতেই ঘটে সন্ধি; এবং একই সঙ্গে ঘটে যায় ধ্বনিতাত্ত্বিক পরিবর্তন। অর্থাৎ ব্যাকরণিক প্রক্রিয়া হিসেবে সন্ধি একইসঙ্গে ধ্বনিতাত্ত্বিক ও রূপতাত্ত্বিক উভয় প্রক্রিয়াকেই অন্তর্ভুক্ত করে। উদাহরণস্বরূপ :

বাক্ + ময় = বাঙ্ময় [ক্ + ম্ = ঙ্ + ম্]
জগৎ + নাথ = জগন্নাথ [ত্ + ন্ = ন্ + ন্]

দুটি রূপমূল মিলে নতুন রূপমূল বা শব্দ গঠনের এ প্রক্রিয়ায় দেখা যাচ্ছে পরপদের প্রথম ধ্বনিটি নাসিক্য ধ্বনি হবার কারণে তার প্রভাবে পূর্বপদের শেষ ধ্বনি যেটি অঘোষ অল্পপ্রাণ

স্পর্শ ধ্বনি সেটি স্ব-বর্গের নাসিক্য ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়েছে। উল্লেখ্য, এ ধরনের সন্ধির ক্ষেত্রে রূপান্তরিত ধ্বনিটি স্ব-বর্গের ঘোষ অল্পপ্রাণ স্পর্শ ধ্বনিতেও পরিবর্তিত হতে পারে, তবে এরূপ ক্ষেত্রে নাসিক্য ব্যঞ্জনই বেশি প্রচলিত। সুতরাং সন্ধিকে ভিন্নার্থক নতুন রূপমূল নির্মাণে রূপতাত্ত্বিক উপাদানের সংযোগ প্রক্রিয়া হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়, যার ফলে ওই সংযোগস্থলে ঘটে যায় ধ্বনিতাত্ত্বিক পরিবর্তন। আর এ কারণেই সন্ধিকে ভাষাবৈজ্ঞানিক পর্যালোচনার দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলা ভাষার রূপধ্বনিতত্ত্ব পর্যায়ে আলোচনা করা যেতে পারে; এবং এই ধারায় সন্ধিকে সঞ্জননী ধ্বনিতত্ত্বের আলোকেও ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

স্কুলপাঠ্য প্রথাগত ব্যাকরণে সন্ধিকে নতুন শব্দ গঠনের একটি উপায় হিসেবে বর্ণনা করা হলেও প্রকৃতপক্ষে নতুন শব্দ নির্মাণে সন্ধির প্রত্যক্ষ কোনো ভূমিকা নেই। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, যেসকল স্থানে সন্ধি করা হয় সেসকল স্থানে সন্ধি অত্যাবশ্যক নয় অর্থাৎ সন্ধি ভাষাভাষীর ইচ্ছাধীন। সে কারণেই সেসকল ক্ষেত্রে সন্ধি না করলেও কোনো অসুবিধায় পড়তে হয় না, যেমন : উপরি + উক্ত = উপর্যুক্ত, জগৎ + জ্যোতি = জগজ্জ্যোতি। প্রদত্ত উদাহরণ দুটিতে রূপমূলদ্বয়ের সংযোগ না ঘটিয়ে ব্যবহারে কোনো অসুবিধার সৃষ্টি হয় না। সুতরাং সন্ধি সকল ক্ষেত্রে আবশ্যক নয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে একটি প্রশ্ন দেখা দেয়, তা হলো সন্ধি কোথায় করা হবে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, সন্ধি প্রক্রিয়া ব্যবহারে সংস্কৃত ব্যাকরণের চারটি নীতি রয়েছে, যথা : ১) এক পদে; ২) ধাতু ও উপসর্গ সহযোগে; ৩) সমস্যমান পদের ক্ষেত্রে; এবং ৪) এ তিনটি ক্ষেত্র ছাড়া বাকি সকল স্থানে সন্ধি কর্তার অর্থাৎ ভাষাভাষীর ইচ্ছাধীন (বিদ্যাসাগর, ২০০৩ : ১৩)। বাংলা ভাষায় প্রচলিত সন্ধি-নিষ্পন্ন শব্দসমূহ লক্ষ করলে দেখা যায়, ধাতু ও উপসর্গ সহযোগে এবং সমাসনিষ্পন্ন পদ হিসেবে সন্ধি ব্যবহারের নিদর্শন সর্বাধিক। যেমন, নী + অন = নয়ন, গৈ + অক = গায়ক, গো + এষণা = গবেষণা, সু + অল্প = স্বল্প, অনু + ইত = অন্বিত প্রভৃতি ধাতু ও উপসর্গ সহযোগে সন্ধি নিষ্পত্তির উদাহরণ।

বাংলা ভাষায় সমাস ও সন্ধির সম্পর্ক প্রসঙ্গে হুমায়ুন আজাদের সার্থক মূল্যায়ন — "সমাসবদ্ধ শব্দের রূপধ্বনিতাত্ত্বিক পরিবর্তনই সন্ধিসূত্রের নির্দেশের বিষয়" (আজাদ, ১৯৯৪ : ৪০৮)। পরবর্তী সময়ে 'বাংলা একাডেমী'র উদ্যোগে প্রণীত *প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ* গ্রন্থে সন্ধি ও সমাসের মধ্যে বিরাজমান সম্পর্কটি নির্দেশিত হয়েছে।

> সংস্কৃত সমাসে আবশ্যিকভাবে সন্ধি ঘটত, বস্তুতপক্ষে সংস্কৃতে অধিকাংশ সন্ধি সমাসবদ্ধ (= সমস্ত) শব্দেরই উদাহরণ। 'কারাগার' (কারা + আগার) একটি সমাসবদ্ধ শব্দ। ধ্বনিতাত্ত্বিক দিক থেকে এটি সন্ধি, রূপতত্ত্বে তা-ই সমাসের দৃষ্টান্ত হয়েছে। (সরকার, ২০১১ : ৩০৩)

অর্থাৎ অধিকাংশ ক্ষেত্রে সন্ধি-নিষ্পন্ন শব্দগুলি একইসঙ্গে সমাসবদ্ধ শব্দ। যেমন :

উচ্ছৃঙ্খল = ('অতিক্রান্ত' অর্থে) 'উৎ' + শৃঙ্খল	ব্যাসবাক্য : শৃঙ্খলাকে অতিক্রান্ত
নিরামিষ = ('অভাব' অর্থে 'নিঃ') > 'নির্' + আমিষ	ব্যাসবাক্য : আমিষের অভাব
গ্রামান্তর = গ্রাম + অন্তর ('পৃথক' অর্থে)	ব্যাসবাক্য : পৃথক গ্রাম বা অন্য গ্রাম

সঞ্জননী ধ্বনিতত্ত্ব ও সন্ধি

রূপমূল গঠনে সন্ধিজনিত ধ্বনি পরিবর্তন বস্তুত বাংলা ভাষার রূপধ্বনিতাত্ত্বিক প্রকরণ। কারণ সন্ধির ক্ষেত্রে ধ্বনিতাত্ত্বিক পরিবর্তন বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই প্রতিবেশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। অর্থাৎ বদ্ধ রূপমূল (ধাতু ও উপসর্গ) সহযোগে গঠিত নতুন রূপমূল কিংবা মুক্ত রূপমূলের সঙ্গে মুক্ত রূপমূলের সংযোগে গঠিত নতুন রূপমূলে যে ধ্বনিগত পরিবর্তন সাধিত হয় তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সূত্রশাসিত। অর্থাৎ সন্ধিসূত্রের সাহায্যে শব্দের রূপধ্বনিতাত্ত্বিক পরিবর্তন ব্যাখ্যা করা যায় বলেই সন্ধিকে সঞ্জননী ধ্বনিতত্ত্বের একটি প্রকরণ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা যায়। কারণ সঞ্জননী ধ্বনিতত্ত্বে ধ্বনিতাত্ত্বিক রূপান্তর বা পরিবর্তনের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে যে ধাপগুলি অনুসরণ করা হয়, সন্ধিপ্রক্রিয়ার ধ্বনি পরিবর্তন বিশ্লেষণেও সেই ধাপগুলিই অনুসরণ করা হয়। যথা :

১. কোন ধ্বনিটি পরিবর্তিত হচ্ছে
২. ধ্বনিটি পরিবর্তিত হয়ে কোন ধ্বনিতে পরিণত হচ্ছে
৩. কোন বিশেষ ধ্বনিগত প্রতিবেশে এই পরিবর্তন সক্রিয় হচ্ছে

(সরকার, ২০১১ : ১১১)

উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যায়। যেমন : সম্ + চয় = সঞ্চয়, এখানে পরিবর্তিত হয়েছে /ম/ ধ্বনিটি; /ম/ ধ্বনিটি পরিবর্তিত হয়ে /ন/ ধ্বনির রূপ নিয়েছে; এবং এক্ষেত্রে ধ্বনিগত প্রতিবেশটি হলো /ম + চ/। অর্থাৎ প্রদত্ত উদাহরণে ধ্বনিপরিবর্তনে সক্রিয় সূত্রটি হলো পূর্বপদের /ম্/ ধ্বনির পরে উত্তরপদের শুরুতে যে ধ্বনি থাকে ধ্বনিসংযোগের কারণে /ম/ ধ্বনিটি ওই বর্গের নাসিক্য ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়। সুতরাং সন্ধিজনিত ধ্বনিপরিবর্তন সূত্রকে রূপান্তর সূত্র হিসেবে দেখানো যায় যা প্রযুক্ত হয় রূপমূলের রূপধ্বনিতাত্ত্বিক কক্ষে। রূপমূলের রূপধ্বনিতাত্ত্বিক কক্ষকে অপটিম্যালিটি তত্ত্ব অনুসারে underlying representation হিসেবে ধরে নিলে তার surface realization হয় নতুন রূপমূলটি। যেমন : 'উচ্ছৃঙ্খল' রূপমূলের ধ্বনিমূলীয় surface realization হলো /উস্‌রিংখল/; আর এর underlying representation হলো উত্ (উপসর্গ) + শৃঙ্খল (বিশেষ্য)। underlying representation-এ রূপান্তর সূত্র প্রযুক্ত হয়ে যে surface realization হয় তাকে ধ্বনিমূলিক অনুধাবন বা phonemic realizationও বলা যায়। প্রদত্ত উদাহরণে প্রযুক্ত রূপান্তর সূত্রটি হলো, পূর্বপদের /ত্/ ধ্বনির সঙ্গে উত্তরপদের /স্/ ধ্বনির সংযোগে /ত্/ ধ্বনির বিলোপ ঘটে।

উপসংহার

বর্তমান প্রবন্ধে ধ্বনি পরিবর্তন এবং রূপতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে সন্ধি বিশ্লেষণের প্রয়াস থেকে প্রশ্নাতীতভাবেই একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, সন্ধিকে কেবল ধ্বনিতত্ত্ব কিংবা রূপতত্ত্বের বিষয় হিসেবে বিচার করবার সুযোগ নেই। কারণ, কেবল ধ্বনিতত্ত্ব কিংবা রূপতত্ত্বের আলোকে বিচার করতে গেলে সন্ধি প্রক্রিয়ার পূর্ণাঙ্গ চিত্রটি অধরাই থেকে যায়। কিন্তু সন্ধিকে সঞ্জননী ধ্বনিতত্ত্বের একটি প্রকরণ হিসেবে গ্রহণ করলে সন্ধি প্রক্রিয়ার

সমগ্রতা এবং এর কার্যকারিতার সম্যক অনুধাবন সম্ভব হয়। প্রথাগত ব্যাকরণে যে সন্ধিকে একটি অনুশাসনমূলক প্রক্রিয়া হিসেবে আমরা দেখতে পাই সেই সন্ধিকেই সঞ্জননী ধ্বনিতত্ত্বে রূপধ্বনিতাত্ত্বিক রূপান্তরের উপায় হিসেবে আবিষ্কার করা যায়। অন্যদিকে, সংস্কৃত ভাষার মতো বাক্যে সমাসনিষ্পন্ন শব্দের বহুল ব্যবহার বাংলা ভাষায় না থাকলেও ভাষা ব্যবহারের লিখিত কিংবা কথ্য মাধ্যমে সন্ধির নিদর্শন সহজেই লক্ষণীয়। তাই সন্ধিকে বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে 'অপ্রাসঙ্গিক' আখ্যা দেয়ার আগে সমসাময়িক ভাষাবৈজ্ঞানিক তত্ত্ব এবং পদ্ধতির সাহায্যে বাংলা ভাষায় সন্ধির স্বরূপটি আবিষ্কার করা প্রয়োজন। সন্ধি প্রসঙ্গে প্রথাগত মূল্যায়ন অনুসারে সন্ধিকে কেবল বাংলা ভাষার বানান রীতির সহায়ক একটি প্রক্রিয়া হিসেবে ধরে নিলেও সন্ধির ভূমিকাকে 'অপ্রাসঙ্গিক' মনে করা অযৌক্তিক। কারণ, বানান তো কেবল ভাষার লিখিত রূপ নয়, বরং ভাষার লিখিত রূপ হলো মুখের ভাষার দৃশ্যমান প্রতীকায়ন। উপরন্তু বাংলা ভাষার বানান রীতি থেকে এর লেখ্য উপস্থাপনের রক্ষণশীলতার পরিচয় পরিস্ফুট। কিন্তু সন্ধির উদ্ভব বাক্যে পরস্পর সন্নিবিষ্ট ধ্বনিসমূহ উচ্চারণকালে। সুতরাং ভাষার কথ্য রূপই সন্ধির আকর। লক্ষণীয়, সন্ধির প্রয়োগ পর্যবেক্ষণ করলে ভাষাভাষী মানুষের ভাষিক স্বভাব বা speech habit সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। যেমন, সংস্কৃত ভাষায় কখনো কখনো একটি সমাসনিষ্পন্ন শব্দেই পূর্ণাঙ্গ বাক্য প্রকাশিত, কিন্তু বাংলা ভাষায় সমাসবদ্ধ পদ ভেঙে বাক্য গঠনের যে প্রবণতা, তা থেকে বাংলাভাষী ভাষিক স্বভাবের ক্ষেত্রে যে আরামপ্রিয় সে কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

গ্রন্থপঞ্জি

আজাদ, হুমায়ুন, ১৯৯৪। *বাক্যতত্ত্ব*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

কেরি, উইলিয়াম, ১৮০১। *A Grammar of the Bengalee Language*, শ্রীরামপুর মিশন, কলকাতা।

ক্রিস্ট্যাল, ডেভিড, ১৯৮৫। *A Dictionary of Linguistics and Phonetics*, বেসিল ব্ল্যাকওয়েল, অক্সফোর্ড, ইউকে।

গুহ, অজিত কুমার ও আনিসুজ্জামান, ২০০২। *নতুন বাংলা রচনা*, মল্লিক ব্রাদার্স, ঢাকা।

চৌধুরী, মুনীর ও চৌধুরী, মোফাজ্জল হায়দার, ২০০৭। *বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ*, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা।

দাস, করুণাসিন্ধু, ১৯৯৪। *বৈয়াকরণসিদ্ধান্তকৌমুদী সন্ধি প্রকরণ (সংস্কৃত সন্ধির স্বরূপ ও রীতিপ্রকৃতি)*, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা।

দাশ, নির্মল, ২০০০। *বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও তার ক্রমবিকাশ*, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা।

প্রিন্স, অ্যালান ও সোলেন্সকি, পল, ২০০৪। *অপটিম্যালিটি থিওরি কন্সট্রেইন্ট ইন্টারঅ্যাকশন ইন জেনারেটিভ গ্রামার*, ব্ল্যাকওয়েল পাবলিশিং, ইউএসএ।

বিদ্যাসাগর, ঈশ্বরচন্দ্র, ২০০৩। *সমগ্র ব্যাকরণ কৌমুদী*, দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।

মোরশেদ, আবুল কালাম মনজুর, ১৯৮৫। *আধুনিক ভাষাতত্ত্ব*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

হক, মুহম্মদ এনামুল, ২০০৩। *ব্যাকরণ মঞ্জরী*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

সরকার, পবিত্র, ২০১১। "সঞ্জননী ধ্বনিতত্ত্ব", *প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ* প্রথম খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।